প্রথম আলো

তারিখ ... 15 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪ ...

বেহাল ১২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মোশতাক আহমেদ ●

কোনো বিদ্যালয়ের ভবনের ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। কোথাও শ্রেণিকক্ষ পরিত্যক্ত। কোনো কোনোটির অবস্থা এতটাই খারাপ যে এক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে ক্লাস করতে যেতে হচ্ছে অন্য বিদ্যালয়ে।

এই চিত্র রাজধানীর পুরান ঢাকার ১২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। সরকারি এক প্রতিবেদনে এই চিত্র উঠে এসেছে। ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ের করা ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কয়েকটি বিদ্যালয় সরেজমিনেও জরাজীর্ণ অবস্থা দেখা গেছে। অথচ এই বিদ্যালয়গুলোর অবস্থান বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে। প্রাথমিক শিক্ষাসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের নীতিনির্ধারকেরা অফিস করেন এই সচিবালয়ে।

জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মেসবাহ উল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর *প্রথম আলোকে* বললেন, সমস্যা চিহ্নিত করে কোন বিদ্যালয় কী করতে হবে, তা মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। এখন মন্ত্রণালয় যে সিদ্ধান্ত দেবে সেটাই হবে।

জরাজীর্ণ বিদ্যালয়গুলোর একটি হলো কোতোয়ালি থানাধীন মাহুতটুলী রেনেসাঁ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এর তিনতলা ভবনের প্রতিটি তলায় তিনটি করে কক্ষ থাকলেও সবই জরাজীর্ণ। গত মঙ্গলবার সরেজমিনে দেখা যায়, বংশাল পুলিশ ফাঁড়ির বিপরীত পাশে ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির কলাপসিবল ফটকে তালা দেওয়া। তবে বাইরে থেকেই দেখা যায় ভেতরটা ভাঙাচোরা। ভবনটির অবস্থা এতই নাজুক যে সেখানে মানুষের অবস্থান করা শঙ্কার বিষয়।

মাহুতটুলী রেনেসাঁ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জীর্ণদশা ● হাসান রাজা

পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ২০১৩ সালের জুন মাস থেকে পার্শ্ববর্তী মাহুতটুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখানকার শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়।

মাহুতটুলী রেনেসাঁ সরকারি বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সোনিয়া ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁদের বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী ৩২০ জন। মাহুতটুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিচতলার তিনটি কক্ষে কোনোমতে পাঠদান করা হয়। স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেক সময় শিক্ষার্থীদের দাঁড়িয়েই পাঠ নিতে হয়। এ ছাড়া শিক্ষকেরও তীব্র সংকট রয়েছে। তিনজন শিক্ষকের মধ্যে একজন বর্তমানে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে আছেন। অথচ অনুমোদিত পদের সংখ্যা ছয়।

পরে মাহুতটুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেলে দপ্তরি হাবিব মিয়া বলেন, কালীপূজা উপলক্ষে স্কুল বন্ধ (গত মঙ্গলবার)। তিনি নিচতলার তিনটি কক্ষ দেখিয়ে বলেন, এর দুটি পূর্ণাঙ্গ শ্রেণিকক্ষ এবং আরেকটি কক্ষের অর্ধেক জায়গায় অফিস, বাকি অর্ধেক জায়গায় ক্লাস করানো হয় রেনেসাঁ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের। তিনি বলেন, 'ছয় মাসের কথা বলে রেনেসাঁর শিক্ষার্থীদের এখানে আনা হয়েছিল, কিন্তু এখনো যাচ্ছে না। ফলে আমাদের শিক্ষার্থীদের সমস্যা হচ্ছে।'

রেনেসাঁ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য আতাউর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, এই বিদ্যালয় মন্ত্রী ও সাংসদেরাও দেখে গেছেন। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তিনি জরাজীর্ণ ভবনটি ভেঙে দ্রুত নতুন ভবন তৈরির দাবি জানান।

জরাজীর্ণ ছোট কাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম পার্শ্ববর্তী হয়বৎ নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিচালিত হচ্ছে। মিটফোর্ডের নলগোলা এলাকায় অবস্থিত ছোট কাটরা বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, জরাজীর্ণ দ্বিতল বিদ্যালয় ভবনের দ্বিতীয় তলায় শাহ আবদুল হালিম কালান্দার বিদ্যালয় নামে আরেকটি উচ্চবিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলছে ঝুঁকি নিয়ে। আর নিচতলায় যেখানে ছোট কাটরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলত, সেখানে তালা দিয়ে রাখা হয়েছে। তবে হয়বৎ নগর বিদ্যালয়ের অবস্থাও নাজুক। পরিবেশও ভালো নয়। ময়লা-আবর্জনায় ভরা পানি পেরিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হয়।

চম্পাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, জরাজীর্ণ না হলেও ভবনটি পুরোনো। ওপরের কয়েকটি কক্ষ ভেঙে যাওয়া চেয়ার-টেবিল দিয়ে ঠাসা।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রতিবেদন বলছে, সূত্রাপুর থানার ইসলামিয়া ইউপি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিনতলা ভবনের পুরোটাই জরাজীর্ণ। বাংলাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনের একই রকম অবস্থা। মুসলিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আধা পাকা টিনশেড ভবনের পুরোটাই জরাজীর্ণ। একতলা ভবনের শিশুরক্ষা সমিতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। ফরিদাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনটিও সম্পূর্ণ জরাজীর্ণ। আইইটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্রও একই রকম।

এ ছাড়া ডেমরার সারুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি তিনতলা ভবনের পুরোটাই জরাজীর্ণ। অন্য একটি ভবনে কক্ষসংখ্যা কম থাকায় ক্লাস নিতে সমস্যায় হচ্ছে। কামারগোপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি ভবনের সম্পূর্ণটাই জরাজীর্ণ, তাই আরেকটি ভবনেই সব ক্লাস নিতে হচ্ছে। পাড়াডগার মান্নান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটি ভবনের একটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় সেটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।